



লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ নৌ-বাহিনীর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ অব্যাহত লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ নৌ-বাহিনী

Posted On: 05 DEC 2017 7:44PM by PIB Kolkata

অতি প্রবল সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ‘ওখি’র পাঁচদিন পরেও ভারতীয় নৌ-বাহিনীর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য দক্ষিণপূর্ব আরবসাগর এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জে পুরোদমে চালু রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত দ্বীপগুলিতে সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নৌ-বাহিনীর আটটি কমান্ডের সমস্ত যুদ্ধ-বিমান এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের বহু উদ্দেশ্যসাপেক্ষ যুদ্ধবিমান পিচ আই-কে কাজে লাগানো হচ্ছে।

নৌ-বাহিনীর দুটি জাহাজ শারদা ও চেন্নাই গত রবি ও সোমবার বিপর্যয়জনিত ত্রান সামগ্রী মিনিকয় দ্বীপে পৌঁছে দিয়েছে। এছাড়াও চাল, ডাল, লবন, আলু ও পেঁয়াজের মতো শুকনো খাবার, জল, বিছানার চাদর, বর্ষাতি, জামাকাপড়, মশারি প্রভৃতি স্থানীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। নৌ-জাহাজ দ্বীপরক্ষকের মাধ্যমে প্রায় চারটন ওজনের এই সমস্ত সামগ্রী সেখানে পৌঁছে দেওয়া হয়। বাহিনীর একটি হেলিকপ্টার ও দুটি জাহাজে করে শুকনো খাবার ও প্রস্তুত করা খাবার বিত্রা দ্বীপে পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। মিনিকয়ের নৌ-কর্মীরা স্থানীয় মানুষজন ও প্রশাসনকে সড়ক পরিষ্কার ও খাদ্যসামগ্রী বিতরণের কাজে সাহায্য করছে।

বিত্রা দ্বীপের ৭০ মাইল দূরে একটি নির্জন এলাকা থেকে নৌ-বাহিনীর জাহাজ আইএনএস কলকাতা নয়জন মৎস্যজীবীকে উদ্ধার করেছে। মৎস্যজীবীদের ঐ নৌকাটি গত ১৫ দিন নিখোজ ছিল। এই নয় মৎস্যজীবীদের প্রত্যেকেই কোচির থাপামপাড়ির বাসিন্দা বলে নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

কোচির নৌ-ঘাঁটি থেকে একটি হেলিকপ্টারকে কাভারাতি দ্বীপে মোতায়েন করা হয়েছে। সাধারণ মানুষকে স্থানান্তর, বিভিন্ন দ্বীপে সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে হেলিকপ্টারটিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসবের মধ্যেই নৌ-বাহিনীর কালপেনি জাহাজ কেরালার ১১ জন মৎস্যজীবীকে কোচিতে ফিরিয়ে এনেছে। নৌ-বাহিনীর দুটি জাহাজ এই মৎস্যজীবীদের সংকটগ্রস্ত অবস্থাকে উদ্ধার করে।

এদিকে, নৌ-বাহিনীর শার্দুল জাহাজ ত্রাণসামগ্রী নিয়ে মিনিকয়ে পৌঁছেছে। এই সমস্ত ত্রাণসামগ্রী দু হাজার মানুষের সাত দিনের প্রয়োজন মেটাবে। এছাড়াও জাহাজে করে ডুবুরিদের একটি দল ও একটি হেলিকপ্টারকে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছে। অন্য একটি জাহাজ ত্রিকান্ড আজ সকালে ত্রাণসামগ্রী নিয়ে বিত্রা দ্বীপে পৌঁছবে বলে নৌ-বাহিনীর পক্ষ থেকে জানান হয়েছে।

সমস্ত লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় দ্বীপপুঞ্জ নৌ-বাহিনীর জাহাজ ও যুদ্ধ জাহাজের আয়ত্রে এসেছে। সেখানে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য পুরোদমে চলছে। যত দ্রুত সম্ভব এই দ্বীপপুঞ্জে জনজীবন স্বাভাবিক করতে নৌ-বাহিনী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নৌ-বাহিনীর সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সমুদ্র থেকে ১১জন মৎস্যজীবীসহ ১৪৮ জন মানুষের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। এখনও পর্যন্ত পাঁচ হাজারেরও বেশি মানুষের কাছে ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। জনজীবন স্বাভাবিক হলে না ফেরা পর্যন্ত নৌ-বাহিনীর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য জারি থাকবে।

